যায়যায়দিন

তারিখ ... 18 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া -যাযাদি

জবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র, আহত ২৫

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

তুচ্ছ ঘটনার রেশ ধরে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে সাধারণ ছাত্র, সাংবাদিকসহ আহত হয়েছে ২৫ জন। তাদের মধ্যে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তির ভাইভা দিতে আসা কয়েকজন শিক্ষার্থী রয়েছে। আহতদের ন্যাশনাল ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু হোসেন সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা করে তার কাছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দাবি জানান। এ সময় উপাচার্য বলেন, ক্যাম্পাসে যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কোনো পৃ-১৫ » ক-১

জবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বহিরাগতকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া হবে না।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার মোবাইল ফোনসেট ছিনতাইয়ের ঘটনায় সেক্রেটারি গাজী আবু সাঈদের গ্রুপের কর্মী সাগর সভাপতি কামরুল হাসান রিপন গ্রুপের কর্মী নিপুণের জড়িত থাকার অভিযোগ করে। এ ঘটনার মীমাংসা করতে গতকাল ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা দোষীদের বিচার করতে দুপুর ১টায় ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারের সামনে কর্মীদের নিয়ে বসেন। এ সময় অভিযুক্ত কর্মীরা সভাপতি গ্রুপের নয় বলে দাবি করলে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীরা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তখন উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে দুপুর দেড়টায় উভয় গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় বিক্ষিপ্তভাবে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীরা ইট, বাঁশ, লাঠি, কাঠ নিয়ে সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে রয়েছে সভাপতি গ্রুপের মনির, দীপু, শান্ত, নাজিম, শহীদ, মাসুদ ও সেক্রেটারি গ্রুপের রিয়াজ, জাহিদ, সোহাগ, গাফফার, কিবরিয়া, তাহসান, চয়ন, আকতার। এছাড়া কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তির ভাইভা দিতে আসা কয়েকজন শিক্ষার্থীর আহতের খবর জানা গেছে। এ সময় দুই গ্রুপের ক্যাডাররা লাঠি, দা, বঁটি নিয়ে শোডাউন করে। কোতোয়ালি থানার এসআই মিজান ক্যাডারদের হাতে বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র থাকার সত্যতা স্বীকার করেছেন। এদিকে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালনের সময় দৈনিক সংবাদপত্রের জবি প্রতিনিধি রূপক আহত হয়েছেন।

অতর্কিত এ সংঘর্ষের ঘটনায় ২০০৮-০৯ সেশনের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি হতে আস ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভীতি ছড়ি পড়ে। ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থী দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। কর্তৃপক্ষ ভ প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করে দে পুলিশকে এ সময় নীরব দর্শ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে দুই গ্রুপের নেতাকর্মীরা ক্যা থেকে বের হয়ে গেলে বিকাল ৪টায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক আসে।

এ ঘটনায় ক্যাম্পাসের বাইরের এ বাহাদুর শাহ পার্ক, কবি ন কলেজ মোড়, কলতা বা সদরঘাট মোড়ে ভীতিকর অ ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ চলাক পুরনো ঢাকার জনসন রোড থে সদরঘাট পর্যন্ত প্রায় আধঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশ দেরিতে হলেও ক্যাম্পাসের বাইরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে উভয় গ্রুপের কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। সংঘর্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছিলেন না।

ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ দাবি করেন, সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে ছাত্রলীগ নামধারী ক্যাডাররা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হান্নান এ সংঘর্ষের পেছনে দুই গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে দায়ী করেছেন।